ভালোবাসার সূচি

প্রথম অধ্যায়

ক) ভূমিকা ১ - ভালোবাসার তাড়না ১২
খ) ভূমিকা ২ - কারো প্রতি ভালোবাসা অনুভব করা ২১
গ) ভূমিকা ৩ - একটি সত্যিকারের ভালোবাসার গল্প ২৬

দ্বিতীয় অধ্যায়

ভালোবাসার গভীরতা - বিবাহ এবং পরিবারিক জীবন ৩০

তৃতীয় অধ্যায়

প্রকৃত গুণের সন্ধানে ৪১

চতুর্থ অধ্যায়

'সোনার খাঁচায়'- বিবাহের নিয়মকানুন ৬১

পঞ্চম অধ্যায়

'কল্যাণে আবদ্ধ হওয়া' - বিবাহ এবং অন্তরঙ্গতা ৯১

ষষ্ঠ অধ্যায়

সহৃদয় পদক্ষেপ - বিবাহ সম্পর্কিত অধিকার ৯৯

সপ্তম অধ্যায়

'হৃদয়ের ভাষা বোঝা' - ভালোবাসা এবং দাম্পত্য বজায় রাখা ১০৪

প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা : ভালোবাসার তাড়না

কুরআনুল হাকিমে দয়াময় আল্লাহ্ বলেন,

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

আর তার নিদর্শনাবলির মধ্যে আরেকটি নিদর্শন এই যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য হতেই তোমাদের সঙ্গীনিদেরকে সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা ওদের নিকট শান্তি পাও এবং তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক ভালোবাসা ও মায়া-মমতা সৃষ্টি করেছেন। চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য এতে অবশ্যই বহু নিদর্শন রয়েছে।[১]

এখানে "মাওয়াদ্দাহ" অর্থ ভালোবাসা বা অন্তরঙ্গতা "ওয়ারহমা" অর্থ দয়া।র-সূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁর স্ত্রী খাদিজা (রাঃ) সম্পর্কে বলেছেন, নিশ্চয়ই, আমার হৃদয় তার জন্য ভালোবাসায় পূর্ণ ছিল।[২]

১। ভালোবাসার সংজ্ঞা

নামবাচক শব্দ হিসেবেঃ

- শ্রদ্ধা এবং স্নেহের প্রবল অনুভূতি
- অনুরাগ
- ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কোনকিছু বা আকর্ষণবোধ
- অত্যন্ত প্রিয়
- প্রিয়তম
- কামপূর্ণ ভালোবাসা, যৌন কামনা ও আকাঙ্ক্ষা
- প্রেমনিবেদন

ক্রিয়া হিসেবেঃ

- কারো সাথে জুড়ে যাওয়া;
- গভীর প্রেম অনুভব করা।
- নিঃসঙ্কোচে প্রগাঢ় প্রণয় নিবেদন করা।

প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই ভালোবাসা থাকে। ভালোবাসার বাইরে কেউ থাকতে পারে না। তবে তাদের ভালোবাসার প্রকাশভঙ্গি ভিন্ন ভিন্ন হয়। কোন কোন ভালোবাসা সবার প্রতি দায়িত্ববোধের অনুভূতি হিসেবে প্রকাশ পায়, কোনটা আবার কারো প্রতি অধীর ও গভীর আসক্তি হিসেবে প্রস্ফুটিত হয়।

২। ভালোবাসার প্রকৃতি

- মূল হচ্ছে – ভালোবাসা।
- ইশক হচ্ছে, গভীরতম ভালোবাসা যা হৃদয়কে আচ্ছন্ন করে রাখে এবং হারাম কাজে জড়িয়ে দেয়।
- মনোবিজ্ঞান অনুযায়ী ভালোবাসা হল একটি মানবীয় ব্যাধি।

- আধ্যাত্মিক ভালোবাসা সহজাত প্রবৃত্তি।
- আত্মোৎসর্গমূলক ভালোবাসা হল, ধর্মীয় ভালোবাসা, যেমনঃ আল্লাহ-কে ভালোবাসা, রাসূল (সাঃ) - কে ভালোবাস।

মুসলিম আলিমগণ- আল যাহাব/ ইবনে কিয়াহ কিতাবুন নিসাতে (নারী সংক্রান্ত বই) মূল ভালোবাসা এবং ইশক এর মধ্যকার পার্থক্যের কথা বলেছেন। তিনি উভয়ের মধ্যে এভাবে পার্থক্যের কথা বলেছেন যে, মূল ভালোবাসা হল সহজাত যা প্রত্যেকের মাঝে সৃষ্টিগতভাবে থাকে। অপরপক্ষে ইশক সহজাত নয়; বরং তা বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে অর্জন করতে হয়। মনের কোণে লুকিয়ে থাকা সুপ্ত আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য কখনো বৈধ সীমা ছাড়িয়ে যাওয়ার প্রয়োজন পড়ে। সকল বিদ্বানই একই মত ব্যক্ত করেছেন যে,

- দুজন ব্যক্তির মধ্যকার সাদৃশ্য।

- দাতুল হাদিফ- দীর্ঘ আলাপচারিতা; আলিঙ্গন করা; চুম্বন করা।

- আরবরা বলে থাকে- চোখ হল হৃদয়ের প্রবেশদ্বার ।

ভালোবাসার তিনটি স্তম্ভ। এ তিনটি জিনিস দুজনের মাঝে পাওয়া গেলে ভালোবাসার বন্ধন সৃষ্টি হয় –

- প্রিয়জনের গুণাবলি। প্রিয়জনের গুণাবলি দেখে তার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে থাকে।
- ভালোবাসার অনুভূতি-অভিলাষ। যখন প্রিয়জনের গুণাবলির প্রতি আকৃষ্ট হয় তখন তাকে কাছে পেতে এবং তার সান্নিধ্যে যেতে তীব্র আকাঙ্খাবোধ সৃষ্টি হয়।
- এভাবে দুজনের মধ্যে হৃদয়ের আদানপ্রদান হয়, দুটি মন মিলে একাকার হয়ে যায়।

চার উপায়ে সে-ভালোবাসা পোক্ত করা যায় –

- একে অন্যের দিকে প্রেম-ভালোবাসার দৃষ্টিতে তাকানো। উভয় উভয়ের চোখের ভাষা বুঝতে চেষ্টা করা। চোখ চোখে কথা বলা। আর তার সামনে অন্য কারো গুণগান না-গাওয়া।

- পরস্পরের গুণগান গাওয়া। সে যে তার প্রতি আকৃষ্ট তা বিভিন্ন উপায়ে ব্যক্ত করা। তার অমুক অমুক বৈশিষ্ট্য তাকে পাগল ও বিমোহিত করে তা তার সামনে তুলে ধরা। তার প্রতিটি কাজে মুগ্ধতা প্রকাশ করা।

- সংসার, ভবিষ্যত জীবন ইত্যাদি নিয়ে ভাবনার পরিবেশে তৈরি করা। তাকে নিয়ে তার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কী, তাকে পাশে রেখে ও তার সহযোগিতা নিয়ে কী করতে চায় এইসব ব্যাপারা নিয়ে তার সাথে আলাপ-আলোচনা করা।

- তার মাঝে বিভিন্ন বিষয়ে আশা জাগিয়ে তোলা। তার মন খারাপের দিনে তার মনের আনন্দ ও খুশির স্রোতধারা বইয়ে দিতে কোনো রকম কসুর না করা। তাকে নিত্যনতুন স্বপ্ন দেখানো। তার সাথে কৃত প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করা।

এগুলো খাঁটি ও পবিত্র প্রেমের লক্ষণ। এগুলো আপনার মাঝে বিদ্যমান না থাকলে বুঝতে হবে যে, আপনার ভালোবাসায় খাঁদ আছে। আপনি সত্যিকারার্থে আপনার প্রিয়তমকে আপনার হৃদয় কোঠায় ঠাঁই দিতে পারেননি। অথবা আপনি হয়তো কোনো হারাম ভালোবাসা বা হারামের প্রতি আসক্তি আছেন।

৩। ভালোবাসার ধরণ

- সহজাত ভালোবাসা যা প্রতিটি মানুষের মাঝে সৃষ্টিগতভাবে বিদ্যমান থাকে।

- আধ্যাত্মিক বা ধর্মের ভিত্তিতে ভালোবাসা। ধর্ম যা কিছুকে ভালোবাসতে বলে তাকে ভালোবাসা।

- উল্লিখিত দুপ্রকার ভালোবাসাতে কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু ভালোবাসা যদি উল্লিখিত দুপ্রকার ভালোবাসাকে ছাড়িয়ে যায়, তাহলে তা শিরকে পরিণত হতে পারে।

৪। ভালোবাসার লক্ষণ

- দীর্ঘক্ষণ একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকা।
- আলাপচারিতায় ঘুরে ফিরে প্রিয়জনের কথাই টেনে আনা।
- সবকিছুতে তার অনুকরণের চেষ্টা।
- কোনকিছু নিয়ে মিছে টানা হেঁচড়া করা বা মধুর লড়াইয়ে মেতে উঠা। যেমন, বাসন কোসন ভাঙ্গা ইত্যাদি।
- নিজের দিকে প্রিয়জনের দৃষ্টি ফেরাতে কিছু একটা করা।
- কখনও কখনও ঝগড়া বা খুনশুটি করা। এটাও ভালাবাসার একটি লক্ষণ।
- প্রিয়জনের আশেপাশে ঘুরঘুর করা।
- প্রেম নিবেদন শেষে উৎফুল্ল হওয়া।
- প্রিয়জনকে স্মরণ করে চোখের জল ফেলা।
- নিদ্রাহীনতা ও খাবারে রুচিহীনতা বেড়ে যাওয়া।

৫। ইসলামে ভালোবাসার বিধান

ভালোবাসা একটি সহজাত বিষয়। যেদিন থেকে মানুষ পৃথিবীর বুকে চোখ মেলে সেদিন থেকেই তার মাঝে ভালো-লাগা ও ভালোবাসা কাজ করে। এটি মূলত আল্লাহ তাআলা মানব অন্তরে ঢেলে দেন। তাই ভালোবাসার বিষয়টি ব্যক্তির হাতে নয় বরং আল্লাহর হাতে। কুরআনুল কারীমে আল্লাহ তাআলা বলেন -

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ

"মানুষের জন্য নারীর প্রতি আসক্তিকে
সুশোভিত করে তোলা হয়েছে"[৩]

এ আয়াতে শুধু নারীর কথা বলা হলেও তা নারীর প্রতি পুরুষের ভালোবাসা এবং পুরুষের প্রতি নারীর ভালাবাসার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। তাই কারো মাঝে

স্বাভাবিক হৃদয় থাকলে তার মাঝে ভালোবাস থাকবেই। আর যদি কোনো হৃদয়ে ভালোবাসা না থাকে, জানতে হবে তা স্বাভাবিক হৃদয় নয়, সে হৃদয় কঠিন শিলার থেকেও কঠিন।

আয়াতে যে আসক্তি-আকাঙ্খার কথা বলা হল তা দুই ধরনের :

- ইচ্ছাধীন। আর তা হল চলতে ফিরতে হঠাৎ কারো প্রতি দৃষ্টি পড়ে যায়। প্রথম দেখাতে তাকে ভালো লেগে যায়, তার প্রতি আসক্তি ও আকাঙ্খা তীব্র হয়ে যায়। তারপর সে ভালোলাগা ও আসক্তি-আকাঙ্খা আস্তে আস্তে ভালোবাসায় পরিণত হয়।

- সহজাত। সহজাত ভালোবাসা ও আসক্তিতে মানুষের তেমন হাত থাকে না। এই আসক্তির ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা জিজ্ঞেস না করলেও তার প্রতিক্রিয়ার ভিত্তিতে কোনো কিছু সম্পাদন করা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবেন।

হাদীস থেকেও আমরা ভালোবাসার অনেক দৃষ্টান্ত পাই। যেমন -

দৃষ্টান্ত ১ - একজন ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (সাঃ) এর নিকট এসে বলল, হে আল্লাহর রসূল (সাঃ) আমরা একজন এতিম মেয়েকে প্রতিপালন করি। একজন লোক এসে বললেন, দুইজন ব্যক্তি এই এতিম মেয়েকে বিয়ে করতে ইচ্ছুক। একজন ধনী এবং একজন গরীব। কিন্তু সে (মেয়েটি) গরীব লোকটিকে পছন্দ করে। আমাদের পছন্দ ধনী লোকটি। লোকটি বলল, আমার কাকে নির্ধারণ করা উচিত? রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাকে বললেন, মেয়েটিকে ঐ গরীব ব্যক্তিকে বিয়ে করার অনুমতি দাও। জীবনসঙ্গীকে তার পদমর্যাদা বা ধন-সম্পদের ভিত্তিতে বিচার করা উচিত নয়।[৪]

দৃষ্টান্ত ২ - নবীজি (সাঃ) আমর ইবনুল আস (রাঃ) - কে একটি অভিযানের সেনাপতি নির্ধারণ করেন। একদিন তিনি তাঁর কাছে এসে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রসূল (সাঃ), "হে আল্লাহর রাসূল, আপনার নিকট সবচেয়ে প্রিয় কে?" তিনি বললেন, "আয়িশা'। আমর (রাঃ) জিজ্ঞাসা করলেন, পুরুষদের থেকে? তিনি বললেন, "তার পিতা"। [৫]

দৃষ্টান্ত ৩ - নবীজি (সাঃ) - এর কন্যা ফাতিমা (রাঃ) একবার তাঁর কাছে এসে তাঁর সব স্ত্রীদেরকে ভালাবাসার ব্যাপারে সমতা করতে বললেন। রসুলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, "আমি তাকে (আয়িশা) ভালবাসি, অতএব তুমিও তাকে ভালবাস।" ফাতিমা (রাঃ) বললেন, "আমি তাকে ভালবাসি।"[৬]